সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৩৫
Weekly Booklet: 435

আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাব "ইসলামী মাসসমূহের ফযিলত"
থেকে তৈরীকৃত পুস্তিকার নামকরণ

ফয়যানে আইয়্যাম

(দিনসমূহের ফযিলত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖن ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

ফয়যানে আইয়্যাম

(দিনসমূহের ফযিলত)[১]

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ **"ফয়যানে আইয়্যাম (দিনসমূহের ফযিলত)"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে বরকতময় দিনগুলোর সদকায় তোমার প্রিয়জনদের অন্তর্ভুক্ত করো এবং তাকে আর পিতামাতাসহ জান্নাতুল ফিরদাউসে বিনা হিসেবে প্রবেশাধিকার দান করো।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করবেন। আর যে আমার উপর দশবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার উপর একশত রহমত অবতীর্ণ করবেন। আর যে আমার উপর একশতবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার দুই চোখের মাঝখানে

১. এই বিষয়বস্তু মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "ইসলামী মাসসমূহের ফযিলত" এর ২৯৩-৩২০ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

লিখে দেবেন যে, সে মুনাফেকী ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মু'জামুল আওসাত, ৫/২৫২, হাদিস: ৭২৩৫)

یا نبی! تجھ پہ لاکھوں دُرُود و سلام
اِس پہ ہے ناز مجھ کو ہوں تیرا غلام
اپنی رَحمت سے تُو شاہِ خیرُ الْاَنام
مجھ سے عاصی کا بھی ناز بَردار ہے

ইয়া নবী! তুঝ পে লাখোঁ দুরূদ ও সালাম
ইস পে হে নায মুঝ কো হুঁ তেরা গোলাম
আপনী রহমত সে তু শাহে খাইরুল আনাম
মুঝ সে আসি কা ভী নায বর্দার হে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৪৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জুমাতুল মুবারক

জুমাতুল মুবারক মহত্ত্ব, বরকত এবং সাওয়াবের দিক থেকে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কুরআনুল করীমে এই নামেই একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা রয়েছে, যাতে জুমার নামাযের উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু এই দিনে সমস্ত সৃষ্টি অস্তিত্বে জড়ো হয়েছিল এবং সৃষ্টির পূর্ণতা এই দিনেই হয়েছিল, আর হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর মাটিও এই দিনেই একত্রিত হয়েছিল। তাছাড়া এই দিনে লোকেরা জুমার নামায জামায়াত সহকারে আদায় করে, এসব কারণে একে জুমা বলা হয়। ইসলামের পূর্বে আরবের লোকেরা একে "আরুবা" বলতো। (মিরাতুল মানাজীহ, ২/৩১৭)

এই বরকতময় দিনটির সাথে অনেক ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং বহু বৈশিষ্ট্য জড়িত রয়েছে। যেমন: ☛ আল্লাহ পাক জুমার দিন হযরত আদম

www.dawateislami.net

عَلَيۡهِ السَّلَام কে সৃষ্টি করেছেন, এই দিনেই তাঁকে পৃথিবীতে নামিয়েছেন এবং এই দিনেই তাঁকে ওফাত দিয়েছেন। ☛ জুমার একটি সময় এমন আছে যখন বান্দা যা কিছু চাইবে, আল্লাহ পাক তাকে তা দান করবেন, যতক্ষণ না হারাম কিছু চাওয়া হয়। ☛ এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। কোনো নৈকট্যশীল ফেরেশতা, আকাশ ও পৃথিবী, বাতাস, পাহাড় এবং নদী এমন নেই যে, জুমার দিনকে ভয় পায় না। (ইবনে মাজাহ, ২/৮, হাদিস: ১০৮৪) ☛ এই সকল মহা-মনীষীদের বিবাহ জুমার দিন হয়েছিল: (১) হযরত আদম عَلَيۡهِ السَّلَام এর সাথে হযরত হাওয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর (২) হযরত ইউসুফ عَلَيۡهِ السَّلَام এর সাথে হযরত জুলেখা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর (৩) হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর সাথে হযরত সফুরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর (৪) হযরত সুলাইমান عَلَيۡهِ السَّلَام এর সাথে হযরত বিলকিস رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর (৫) হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত বিবি খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর (৬) মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, হযরত আলীয়্যুল মুর্তযা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর সাথে রাসূলের কলিজার টুকরা, খাতুনে জান্নাত, হযরত বিবি ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর। (কিতাবুস সাব'ইয়াত ফি মাওয়াইযিল বারিয়াত, পৃষ্ঠা: ৯৬। ফাযাইলুল আইয়াম ওয়াশ শুহুর, পৃষ্ঠা: ১৮৫) ☛ এই বরকতময় দিনটিকে মুসলমানদের ঈদ ঘোষণা করা হয়েছে। (সুনানে কুবরা লিল বাইহাকী, ১/৪৪৭, হাদিস: ১৪২৭) ☛ জুমাকে সায়্যিদুল আইয়াম (অর্থাৎ দিনসমূহের সর্দার) বলা হয়েছে। (মুস্তাদরাক, ১/৫৬৭, হাদিস: ১০৬৫) ☛ জুমাতুল মুবারকে নেক আমলের সাওয়াব বাড়িয়ে দেওয়া হয়। (মু'জামুল আওসাত, ৬/৩৩, হাদিস: ৭৮৯৫) এই দিন জাহান্নামের দরজা খোলা হয় না, না তা প্রজ্বলিত করা হয়। ☛ আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং বাবা-মা'র সামনে প্রতি জুমায় আমলনামা পেশ করা হয়। (নাওয়াদিরুল উসুল, ৪/২১৩, হাদিস: ৯২৪)

☛ এই দিন মুসলমানরা জুমার নামায আদায় করে।

জুমাতুল মুবারকের দিন কিভাবে কাটাবেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জুমার শান ও মহত্ত্ব সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন। এই বরকতময় দিনের পবিত্র সময়গুলো কাটানোর জন্য আমাদের পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আসুন! পড়ুন:

জুমার রোযা

জুমার রোযা জান্নাতকে ওয়াজিবকারী আমলগুলোর মধ্যে একটি। যেমনটি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করে: যে জুমার নামায পড়ল, সেই দিনের রোযা রাখল, কোনো রোগীর সেবা করল, কোনো জানাযায় উপস্থিত হলো এবং কোনো বিবাহে শরীক হলো, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। **(মু'জামুল কাবীর, ৮/৯৭, হাদিস: ৭৪৮৪)**

শুধুমাত্র জুমার রোযা রাখা কেমন?

বিশেষভাবে শুধুমাত্র জুমা বা শুধুমাত্র শনিবার রোযা রাখা মাকরূহ তানযিহী। তবে হ্যাঁ, যদি কোনো নির্দিষ্ট তারিখে জুমা বা শনিবার পড়ে যায়, তাহলে মাকরূহ হবে না। যেমন ১৫ই শাবান শরীফ, ২৭ই রজব শরীফ ইত্যাদি জুমাতে পড়ে গেল এবং এখন এই তারিখগুলোর কারণে আলাদাভাবে জুমার রোযা রাখা হলো, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জুমার দিন তোমাদের জন্য ঈদ। শুধু এই দিনে রোযা রেখো না, তবে তার আগে বা পরেও রোযা রাখো।

(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৮১, হাদিস: ১১)

দশ হাজার বছরের রোযার সাওয়াব

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জুমার রোযা অর্থাৎ যখন এর সাথে বৃহস্পতিবার বা শনিবারের রোযাও অন্তর্ভুক্ত হয়, বর্ণিত হয়েছে যে, তা দশ হাজার বছরের রোযার সমান।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৬৫৩)

জুমার দিনের আমলসমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জুমার রাত এবং জুমার দিনের আমলসমূহ উল্লেখ করা হচ্ছে, এগুলোও অধ্যয়ন করুন:

(১) জুমার রাতের ৪টি আমল

☛ জুমার রাতে মাগরিবের নামাযের পর এই হাদিসে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী দুই রাকাত নামায আদায়কারী ব্যক্তি মৃত্যুর যন্ত্রণা এবং কবরের আযাব থেকে সুরক্ষিত থাকবে। যেমনটি প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে জুমার রাতে মাগরিবের নামাযের পর দুই রাকাত এভাবে আদায় করবে যে, প্রতি রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা, ১৫ বার সূরা যিলযাল পড়বে, তাহলে আল্লাহ পাক তার উপর মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ করে দেবেন, তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন এবং কিয়ামতের দিন পুলসিরাত পার হওয়া তার জন্য সহজ করে দেবেন। (আল লুমআহ ফি খাসাইসিল জুমাহ, পৃষ্ঠা: ১১৩)

☛ সূরা ইয়াসীন পড়ুন এবং মাগফিরাতের হকদার হোন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাতে) সূরা ইয়াসীন পড়বে, তার মাগফিরাত হয়ে যাবে। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৯৮, হাদিস: ৪)

- প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মু'মিন জুমার রাতে দুই রাকাত এভাবে পড়বে যে, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ২৫ বার সূরা ইখলাস পড়বে, তারপর এই দরূদ পাক "صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ" এক হাজার বার পড়বে, তাহলে আগামী জুমার আগে স্বপ্নে আমার যিয়ারত লাভ করবে এবং যে আমার যিয়ারত করবে, আল্লাহ পাক তার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। (আল কাওলুল বদী, পৃষ্ঠা: ৩৮৩)
- ইমাম যুহরি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: যে জুমার রাতে গোসল করে দুই রাকাত এভাবে আদায় করবে যে, তাতে এক হাজার বার সূরা ইখলাস পড়বে, তাহলে সে স্বপ্নে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৯/৩০১, নং: ৮১৬)

(২) জুমার দিনের ৫টি আমল

- নখ কাটুন, এমন করা আরোগ্য লাভের মাধ্যম। যেমনটি হাদিস শরীফে রয়েছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটে, আল্লাহ পাক তার থেকে রোগ বের করে আরোগ্য দান করেন। (মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ৩/৯৩, হাদিস: ৫৩২৫) মনে রাখবেন! জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। হ্যাঁ! যদি বেশি লম্বা হয়ে যায়, তাহলে জুমার দিনের অপেক্ষা করবেন না, কারণ নখ লম্বা হওয়া রিযিকের সংকীর্ণতার কারণ। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫৮২, অংশ ৪)
- জুমার দিন গোসল করুন এবং সুগন্ধি লাগান, কেননা নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে এবং সাধ্যমত পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে, তারপর তেল ও ঘরে থাকা সুগন্ধি ব্যবহার করে, তারপর নামাযের জন্য বের হয় এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় না (এভাবে যে, সে লোকদের ঘাড় টপকায় না এবং

সাথীদের ঠেলে তাদের মাঝে বসে না, বরং যেখানে জায়গা পায় সেখানে বসে যায়) এবং তার জন্য নির্ধারিত নামায আদায় করে এবং যখন ইমাম খুতবা দেন তখন চুপ থাকে, তাহলে তার এই জুমা এবং পরের জুমার মধ্যবর্তী গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(বুখারী, ১/৩০৬, হাদিস: ৮৮৩)

☛ জুমার দিন ভালো পোশাক পরুন, কারণ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে জুমার দিন গোসল করল এবং ভালো কাপড় পরল, তারপর যদি তার কাছে যেই সুগন্ধি ছিল তা লাগাল, তারপর জুমার জন্য শান্ত ও গাম্ভীর্যের সাথে চলল এবং কারো ঘাড় টপকাল না বা কাউকে কষ্ট দিল না, তারপর নামায আদায় করল এবং ইমামের ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তাহলে তার দুই জুমার মধ্যবর্তী গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(মাজমাউয যাওয়াইদ, ২/৩৮৫, হাদিস: ৩০৩৯। মু'জামুল কবীর, ৪/১৬০, হাদিস: ৪০০৬)

☛ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি জুমার দিন এক হাজার বার এই দরূদ শরীফ "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" পড়বে, সে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে দেখবে অথবা জান্নাতে তার স্থান দেখবে। যদি প্রথমবার উদ্দেশ্য পূরণ না হয়, তাহলে পরের জুমায়ও পড়বে, اِنْ شَآءَ الله পাঁচটি জুমার মধ্যে আনন্দদায়ক স্বপ্ন দেখবে। (জযবুল কুলুব, পৃষ্ঠা: ২৪২)

☛ যদি বাবা-মা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের কবর যিয়ারত করুন, কারণ (বাবা-মার কবর) যিয়ারতের শ্রেষ্ঠ সময় হলো জুমার দিন ফজরের নামাযের পর। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫২৩)

(৩) জুমার নামায পাগড়ি সহকারে আদায় করুন

জুমাতুল মুবারকের দিন পাগড়ি শরীফ বাঁধা সুন্নাতে মুবারকা এবং এর বরকতে আল্লাহ পাক প্রতিদান ও সাওয়াব কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পাগড়ি সহকারে এক জুমা পাগড়ি ছাড়া সত্তর জুমার সমান।

(জামে সগীর, পৃষ্ঠা: ৩১৪, হাদিস: ৫১০১। তারিখে ইবনে আসাকির, ৩৭/৩৫৫, নং: ৪৩৯৯)

জুমার দিন পাগড়ি শরীফ বেঁধে জুমার নামায আদায়কারীদের উপর আল্লাহ পাক এবং তাঁর ফেরেশতারা দরূদ প্রেরণ করেন। যেমনটি আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক এবং তাঁর ফেরেশতারা জুমার দিন পাগড়ি পরিধানকারীদের উপর দরূদ প্রেরণ করেন।

(মাজমাউয যাওয়াইদ, ২/৩৯৪, হাদিস: ৩০৭৫। কানযুল উম্মাল, অংশ ৭, ৪/৩০২, হাদিস: ২১১৬২)

হযরত আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাকের দরূদ প্রেরণের অর্থ হলো রহমত অবতীর্ণ করা এবং ফেরেশতাদের দরূদ প্রেরণের অর্থ হলো ইস্তিগফার করা।

(ফতহুল বারী লি ইবনে হাজার, ১২/১৩১, ৬৩৫৮নং হাদিসের পাদটিকা)

(৪) জুমার নামাযের পর এই দোয়া পড়ুন

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক হযরত আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ কাসতালানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ৯২৩ হি.), হযরত ইমাম আব্দুল্লাহ ইয়াফী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ৭৬৮ হি.) থেকে লিখেছেন যে, জুমার নামাযের পর এই দোয়া করা উচিত:

اَللّٰھُمَّ یَاذَا الْمَنِّ وَلَا یُمَنُّ عَلَیْکَ ، یَاذَا الْجَلَالِ وَ الْاِکْرَامِ ، یَاذَاالطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَھْرُ اللَّاجِئِیْنَ وَجَارُ الْمُسْتَجِیْرِیْنَ وَ مَأْمَنُ الْخَائِفِیْنَ اِنْ کُنْتَ کَتَبْتَنِیْ شَقِیًّا اَوْ مَحْرُوْمًا اَوْ مُقَتَّرًا عَلَیَّ فِی الرِّزْقِ فَامْحُ شَقَاوَتِیْ وَحِرْمَانِیْ وَاِقْتَارَ رِزْقِیْ وَاَثْبِتْنِیْ عِنْدَکَ سَعِیْدًا مَّرْزُوْقًا مُّوَفَّقًا لِّلْخَیْرَاتِ ، فَاِنَّکَ قُلْتَ فِیْ کِتَابِکَ الْعَزِیْزِ الْمُنَزَّلِ عَلٰی نَبِیِّکَ الْمُرْسَلِ

(یَمْحُوا اللّٰهُ مَا یَشَآءُ وَیُثْبِتُ ۚۖ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْکِتٰبِ ﴿۳۹﴾)

(পারা ১৩, সূরা রাআদ: ৩৯)

(আল ইরশাদ ওয়াত তাতরীয, পৃষ্ঠা: ৪৪। লাওয়ামি'উল আনওয়ার ফি আদ'ইয়াতী ওয়াল আযকার, পৃষ্ঠা: ২৬১)

(৫) জুমার দিনের অন্যান্য আমল

☛ নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর ৮০ বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার ৮০ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আরয করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উপর কিভাবে দরূদ পাঠাবো? ইরশাদ করলেন: এভাবে বলো: اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَنَبِیِّکَ وَرَسُوْلِکَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! তোমার বিশেষ বান্দা, তোমার নবী এবং তোমার রাসূল, নবীয়্যুল উম্মী হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর রহমত অবতীর্ণ করো। (ইহইয়াউল উলুম, ১/২৫১) ☛ রাসূলে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: উজ্জ্বল রাত এবং চাকচিক্যময় দিন অর্থাৎ জুমার রাতে এবং জুমার দিনে আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করো। (মু'জামুল আওসাত, ১/৮৪, হাদিস: ২৪১) ☛ সূরা কাহফ তিলাওয়াত করুন, কেননা নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে জুমার দিন সূরা কাহাফ পড়ে, তার এবং বাইতুল আতিক (খানায়ে কাবা) এর মাঝে একটি নূর প্রজ্বলিত করে দেওয়া হয়। (শু'আবুল ঈমান, ২/৪৭৪, হাদিস: ২৪৪৪) ☛ প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জুমার দিন আমার

উপর দরূদ শরীফ অধিকহারে পাঠ করো, কেননা এটি আইয়ামে মাশহুদ (উপস্থিতির দিন), এই দিনে ফেরেশতারা উপস্থিত হন এবং যে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার দরূদ শরীফ শেষ হওয়ার আগেই তা আমার কাছে পৌঁছে যায়। (ইবনে মাজাহ, ২/২৯১, হাদিস: ১৬৩৭) ☛ নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে জুমার দিন জামে মসজিদে প্রবেশ করে এবং জুমার নামাযের আগে চার রাকাত নামায পড়ে, প্রতি রাকাতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه (সূরা ফাতিহা) এবং ৫০ বার قُلْ هُوَ اللهُ اَحَد (সম্পূর্ণ সূরা) পড়ে, সে মৃত্যুর আগে জান্নাতে নিজের ঠিকানা দেখে নেবে অথবা তার ঠিকানা দেখানো হবে। (ইহইয়াউল উলুম, ১/২৬৭) ☛ যদি কোনো কঠিন সমস্যা বা প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে বুধ, বৃহস্পতি এবং জুমা এই তিন দিন ক্রমাগত রোযা রাখবে এবং জুমার গোসল করে জুমার নামাযের জন্য যাবে এবং কিছু সদকাও করবে, তারপর জুমার নামাযের পর এই দোয়া পড়ে আন্তরিকভাবে এবং বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে নিজের উদ্দেশ্যের জন্য দোয়া করবে, اِنْ شَآءَ الله অবশ্যই তার দোয়া কবুল হবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْئَلُکَ بِاِسْمِکَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ وَاَسْئَلُکَ بِاِسْمِکَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط اَلَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط اَلَّذِیْ مَلَئَتْ عَظَمَتُهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَسْئَلُکَ بِاِسْمِکَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَنَتْ لَهُ الْوُجُوْهُ وَخَشَعَتْ لَهُ الْاَصْوَاتُ وَ وَجِلَتِ الْقُلُوْبُ مِنْ خَشْیَتِهٖ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْ تُعْطِیَنِیْ مَسْئَلَتِیْ وَتَقْضِیَ حَاجَتِیْ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْن۔ حَاجَتِیْ

এরপর নিজের প্রয়োজন উল্লেখ করুন। (জান্নাতী যেওর, পৃষ্ঠা: ৫৭৮)

শনিবার

শনিবারও অত্যন্ত বরকতময় ও মহিমান্বিত দিন। ঐতিহাসিক দিক থেকে শনিবারের অনেক তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ☛ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বদর যুদ্ধের জন্য তিনশ পাঁচজন মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কে নিয়ে শনিবার মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওনা হয়েছিলেন। (ফয়যানে ফারুকে আযম, ১/৪৭৪) ☛ তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি শনিবার কখনও বাহনে চড়ে আবার কখনও হেঁটে কুবায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৫৫৫, হাদিস: ৩৩৯৬) ☛ আল্লাহ পাক শনিবার দিন পৃথিবীর মূল উপাদান সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১১৪৯, হাদিস: ৭০৫৪)। ☛ আল্লাহ পাক শনিবার দিন হযরত দাঊদ عَلَيۡهِ السَّلَام এর জাতির সত্তর হাজার লোকের জন্য মাছ ধরা হারাম করে দিয়েছিলেন। (আজায়িবুল কুরআন ও গারাইবুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ৩৪) ☛ কুরআনে পাকে ইয়াওমুস সাবত অর্থাৎ শনিবারের উল্লেখ সাত স্থানে এসেছে। (ফাযাইলুল আইয়াম ওয়াশ শুহুর, পৃষ্ঠা: ২৪০)

শনিবার দিন কিভাবে কাটাবেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীন ইসলাম যেভাবে প্রতিটি দিনকে নেক কাজে অতিবাহিত করার জন্য আমাদের দিক-নির্দেশনা দিয়েছে, তেমনি শনিবারের দিনটিকেও নেক কাজে কাটানোর জন্য কিছু আমল বলে দিয়েছে, যেগুলোর বরকতে আমাদের এই দিনটিও কল্যাণ ও বরকতময় হতে পারে।

শনিবারের রোযা

এই দিনের কাজগুলোর মধ্যে একটি হলো এই দিন রোযা রাখা। যেমনটি হযরত বিবি উম্মে সালামা رَضِیَ اللہُ عَنْہَا থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রায়শই শনিবার ও রবিবারের রোযা রাখতেন এবং ইরশাদ করতেন: এই দু'টি (শনিবার ও রবিবার) মুশরিকদের ঈদের দিন এবং আমি তাদের বিরোধিতা করতে চাই। (সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, ৩/৩১৮, হাদিস: ২১৬৭)

শনিবার রোযা রাখার প্রতি উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি এই দিন রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞাও এসেছে। যেমনটি হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুসর رَضِیَ اللہُ عَنْہُ তাঁর বোন থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ফরয রোযা ছাড়া শনিবারের দিন রোযা রেখো না।

(তিরমিযী, ২/১৮৬, হাদিস: ৭৪৪)

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ এর ব্যাখ্যায় বলেন: নফল রোযা শুধুমাত্র শনিবারের দিন রেখো না, কারণ এতে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য হয়, যদিও তারা এই দিন রোযা রাখে না তবে একে অত্যন্ত সম্মান করে। তোমার এই রোযায় তাদের সাথে সাদৃশ্য হবে। প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরাম رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ এর অভিমত হলো যে, এই নিষেধাজ্ঞাও তানযিহী। যদি শনিবারের সাথে (অন্য) কোনো দিনের (যেমন; রবিবার বা জুমার) রোযাও রাখা হয়, তাহলে সাদৃশ্য থাকবে না এবং নিষেধাজ্ঞাও থাকবে না। (মিরাতুল মানাজীহ, ৩/১৯২)

শনিবার দিনের আমল

(১) শনিবারের বরকতময় সকাল

মলফুযাতে আ'লা হযরতে রয়েছেঃ আরযঃ হুযুর, একটি ইস্তিগাসা পেশ করতে হবে (অর্থাৎ কোর্টে দরখাস্ত দাখিল করতে হবে), এর জন্য কোন দিন উপযুক্ত? ইরশাদঃ এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিন নেই, তবে হাদিস শরীফে ইরশাদ আছে যে, যেই ব্যক্তি শনিবার দিন সকালে সূর্যোদয়ের আগে তার ঘর থেকে কোনো প্রয়োজনে বের হয়, তার প্রয়োজন পূরণ হওয়ার আমি জামিনদার।

(মুসনাদুল ফিরদাউস, ৩/৫১৯, হাদিসঃ ৫৬২০। মলফুযাতে আ'লা হযরত, পৃ. ১১৬)

(২) সায়্যিদুনা ফারুকে আযমের পদ্ধতি

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ প্রতি শনিবার মদীনা শরীফের উপরের অংশে যেতেন। যদি তিনি সেখানে কোনো গোলামকে এমন কাজ করতে দেখতেন, যা তার সাধ্যে ছিল না, তাহলে তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তাঁর হাত লাগাতেন। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/২৭৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও এই দিনে গরিব ও দুর্বল লোকদের সাহায্য করা উচিত, কারণ এভাবে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর পদ্ধতির উপরও আমল করা হবে।

রবিবার

রবিবার মহিমান্বিত ও বরকতময় দিন। রবিবারের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহু সম্পর্ক ও বৈশিষ্ট্য অর্জিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপঃ

☛ আল্লাহ পাক রবিবারের দিন তিন প্রকারের নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন।

www.dawateislami.net

☛ এই সাতটি সমুদ্রও এই দিনেই সৃষ্টি করেছেন: (১) তাবারিস্থান (২) কারামান সাগর (৩) কুলজুম সাগর (৪) ভারত মহাসাগর (৫) ওমান সাগর (৬) রুম সাগর (৭) পশ্চিম সাগর। ☛ এই দিনেই আল্লাহ পাক আগুন, সাত আসমান, মানুষের সাথে তার সিজদার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ উভয় হাত-পা, হাঁটু এবং মুখমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং সাত দিন সৃষ্টি করেছেন। (কিতাবুস সাবইয়াত ফি মাওয়াইযিল বারিয়াত, পৃষ্ঠা: ২৬-৩৬। ফাযাইলুল আইয়াম ওয়াশ শুহুর, পৃষ্ঠা: ২৬-৩৩) ☛ রবিবারের দিন কৃষিকাজ, গাছ লাগানো এবং ঘর নির্মাণ করা বরকতের মাধ্যম। (ফাযাইলুল আইয়াম ওয়াশ শুহুর, পৃ. ২৫)

রবিবার দিন কিভাবে কাটাবেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমানে অনেক দেশে এবং বড় বড় শহরে রবিবারে অধিকাংশের ছুটি থাকে, যার কারণে রাতে দেরিতে ঘুমানো এবং রবিবারের সকালে দেরিতে ওঠা প্রচলিত রয়েছে, যার কারণে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ফজরের নামায থেকে বঞ্চিত থাকে। কিছু লোক এমনও আছে, যারা অকারণে গলি মহল্লায় বা বাড়িতে সারা রাত জেগে অপ্রয়োজনীয় কথায় সময় নষ্ট করে এবং কিছু লোক বিভিন্ন ধরনের গুনাহে লিপ্ত থাকে। যদি আমরা এই দিনটিকে আল্লাহ পাকের ইবাদত, কুরআন পাকের তিলাওয়াত এবং যিকির ও দরূদের আধিক্যে অতিবাহিত করি, তাহলে এর বরকতে আমাদের আমলনামায় নেক আমলের সঞ্চয় হবে। এই ছুটির দিন থেকে লাভবান হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করুন এবং তারপর মসজিদের প্রথম কাতারে ফজরের নামায জামায়াত সহকারে আদায় করুন এবং ইশরাক ও চাশতের নামায আদায়ের জন্য সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকির ও দরূদে লিপ্ত থাকুন, কারণ এর অনেক

ফযিলত রয়েছে। হাদিস শরীফে রয়েছেঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামায়াত সহকারে পড়ে, তারপর বসে আল্লাহর যিকির করতে থাকে, যতক্ষণ না সূর্য উঠে যায়, তারপর দুই রাকাত নামায পড়ে, তাকে সম্পূর্ণ হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব দেওয়া হবে। (তিরমিযী, ২/১০০, হাদিসঃ ৫৮৬) এই দিনের সুন্দর শুরুর সাথে সাথে ফরয ও ওয়াজিব আদায় করার পাশাপাশি সারাদিন নেক কাজে লিপ্ত থাকুন, اِنۡ شَآءَ الله এর অনেক বরকত নসীব হবে। এই দিনের ব্যাপারে হাদিসে মুবারাকা এবং বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الۡمُبِيۡن এর উক্তিগুলোর আলোকে কিছু নফল নামায ও ওযীফা পড়ুন এবং সেগুলো পালনের চেষ্টা করুন।

রবিবারের রোযা

যদি সম্ভব হয়, তাহলে এই দিনের রোযা রাখুন, কারণ আমাদের প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শনিবার ও রবিবারের রোযা প্রায়শই রাখতেন এবং ইরশাদ করতেনঃ এই দু'টি (শনিবার ও রবিবার) মুশরিকদের ঈদের দিন এবং আমি তাদের বিরোধিতা করতে চাই।

(সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, ৩/৩১৮, হাদিসঃ ২১৬৭)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদিস শরীফের আলোকে বলেনঃ শনিবার ইহুদীদের ঈদ এবং রবিবার খ্রিস্টানদের ঈদ। এই দিনগুলোতে তারা খুব খায়, পান করে এবং ফুর্তি করে। আমরা তাদের বিরোধিতায় রোযা রেখেছি।

(মিরাতুল মানাজীহ, ৩/১৯৪)

রবিবার দিনের আমল

(১) চাহিদা পূরণের দু'টি আমল

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রবিবারের দিন অধিক নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ বর্ণনা করো, কারণ আল্লাহ পাক এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। অতঃপর যে রবিবারের দিন যোহরের ফরয ও সুন্নাতের পর চার রাকাত নামায পড়বে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং تَنْزِيْلُ السَّجْدَه (সূরা সাজদা) পড়বে, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং সূরা মূলক পড়বে, তারপর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে, তারপর শেষ দুই রাকাত পড়ার জন্য দাঁড়াবে এবং তাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা জুমা তিলাওয়াত করবে এবং আল্লাহ পাকের কাছে নিজের প্রয়োজন চাইবে, তাহলে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের জিম্মায় যে, তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন। (ইহইয়াউল উলুম, ১/২৬৬) ☛ যে অভাবী ব্যক্তি রবিবারের দিন সূর্যোদয়ের সময় ১০ বার সূরা কাফিরুন পড়বে, তার কাজ হয়ে যাবে।

(জান্নাতী যেওর, পৃষ্ঠা: ৬০৪)

আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে জান্নাতে প্রবেশ

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: যে ব্যক্তি রবিবারের রাতে বিশ রাকাত নামায পড়বে, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর পঞ্চাশ (৫০) বার সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللهُ اَحَد) এবং একবার করে সূরা ফালাক ও নাস পড়বে, তারপর একশত (১০০) বার ইস্তিগফার করবে, তারপর নিজের জন্য এবং বাবা-মার জন্য একশত (১০০) বার মাগফিরাতের দোয়া চাইবে, একশত (১০০) বার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এর উপর দরূদ শরীফ পড়বে, নিজের শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা মুক্তির প্রকাশ করবে এবং আল্লাহ পাকের আশ্রয় চাইবে, তারপর বলবে:

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ آدَمَ صَفْوَةُ اللهِ وَفِطْرَتُه وَاِبْرَاهِيْمَ

خَلِيْلُ اللهِ وَمُوْسٰى كَلِيْمُ اللهِ وَعِيْسٰى رُوْحُ اللهِ وَمُحَمَّداً حَبِيْبُ اللهِ

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام হলেন সাফিউল্লাহ এবং আল্লাহ পাক তাঁকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام খলীলুল্লাহ, হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কালিমুল্লাহ, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام রুহুল্লাহ এবং হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন হাবীবুল্লাহ।" তাহলে তার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে সন্তানের জন্য দোয়া চাওয়া লোকদের সংখ্যার সমান সাওয়াব রয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাকে নিরাপত্তা প্রাপ্তদের সাথে উঠাবেন এবং আল্লাহ পাকের জিম্মায় রয়েছে যে, তিনি তাকে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (মিফতাহুস সাআদাত, পৃষ্ঠা: ৭২৭)

সোমবার শরীফ

সোমবার শরীফের মহত্ত্ব ও বরকত জানার জন্য এর কিছু ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করুন: হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام কে সোমবার শরীফের দিন আসমানের দিকে উঠানো হয়েছিল এবং তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেছিলেন। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام সোমবার শরীফের দিন তূর পাহাড়ে গিয়েছিলেন। সোমবার শরীফের দিন হযরত জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে প্রথমবার উপস্থিত হয়েছিলেন। উম্মতের আমলও সোমবার শরীফের দিনই আমাদের প্রিয়

আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থাপন করা হয়। (কিতাবুস সাব'ইয়াত ফি মাওয়াইযিল বারিয়াত, পৃ. ৪২। ফাযাইলুল আইয়াম ওয়াশ শুহুর, পৃ. ৪৭) সোমবার শরীফের দিন রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্ত্বা এবং তাঁর বরকতময় যুগ থেকে বিশেষ বরকত লাভ হয়েছে। যেমন: (১) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্য মন্ডিত বিলাদত সোমবার শরীফের দিন হয়েছিল এবং সোমবার শরীফের দিনই তাঁর নবুওয়াত প্রকাশ হয়েছিল। (২) সোমবার শরীফের দিন মক্কা মুকাররামা থেকে হিজরত করেছিলেন। (৩) সোমবার শরীফের দিন মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করেছিলেন। (৪) সোমবার শরীফের দিন দুনিয়া থেকে আখিরাতের দিকে সফর করেছিলেন। (৫) তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাজরে আসওয়াদ সোমবার শরীফের দিনই স্থাপন করেছিলেন। (মুসনাদে আহমদ, ১/৫৯৪, হাদিস: ২৫০৬) একটি বর্ণনা অনুযায়ী, বদর যুদ্ধে বিজয়ও সোমবার শরীফের দিন হয়েছিল এবং সোমবার শরীফের দিনই সূরা মায়েদা অবতীর্ণ হয়েছিল। (মু'জামুল কবীর, ১২/১৮৩, হাদিস: ১২৯৮৪)

সোমবারের দিন কিভাবে কাটাবেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সোমবার শরীফ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কের কারণে অনেক মর্যাদা লাভ করেছে, সুতরাং এই দিনটিকে এভাবে কাটান:

সোমবারের রোযা

যদি সম্ভব হয়, তাহলে সোমবার শরীফের রোযা রেখে নিন, কারণ সোমবার শরীফের রোযা রাখা সুন্নাত। যেমনটি হযরত আবু কাতাদা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সোমবারের রোযার

ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন ইরশাদ করলেন: এই দিনই আমার বিলাদত হয়েছে এবং এই দিনই আমার উপর ওহী অবতীর্ণ হয়েছে।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৪৫৫, হাদিস: ২৭৫০)

সোমবারের দিনের আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সোমবার শরীফের সাথে সম্পর্কিত কিছু আমল উপস্থাপন করা হচ্ছে:

সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

☛ হাদিস শরীফে রয়েছে: যে ব্যক্তি সোমবার সূর্যোদয়ের সময় দুই রাকাত নামায আদায় করবে, প্রতি রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা, একবার আয়াতুল কুরসি, একবার সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد) এবং একবার করে সূরা ফালাক ও নাস পড়বে, তারপর সালাম ফিরিয়ে দশবার ইস্তিগফার করবে এবং দশবার আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, তাহলে আল্লাহ পাক তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। (ইহইয়াউল উলুম, ১/২৬৬) ☛ যে সোমবারের রাতে চার রাকাত নামায পড়বে, প্রথম রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা এবং ১০ বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد পড়বে, দ্বিতীয় রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা এবং ২০ বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد পড়বে, তৃতীয় রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা এবং ৩০ বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد পড়বে, চতুর্থ রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা এবং ৪০ বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد পড়বে, তারপর সালাম ফিরিয়ে ৭৫ বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد পড়বে, তারপর নিজের এবং নিজের বাবা-মার জন্য ৭৫ বার ইস্তিগফার করবে, তারপর আল্লাহ পাকের কাছে নিজের প্রয়োজন চাইবে, তাহলে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের জিম্মায় যে, তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/২৬৮) ☛ যে ব্যক্তি দুই রাকাত নামায পড়বে, প্রতি রাকাতে ১৫ বার সূরা ফাতিহা, ১৫ বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد এবং ১৫ বার করে সূরা ফালাক ও নাস পড়বে এবং সালাম ফিরানোর পর ১৫ বার আয়াতুল কুরসী পড়বে এবং ১৫ বার আল্লাহ পাকের কাছে ইস্তিগফার করবে, তার জন্য মহান সাওয়াব এবং বড় প্রতিদান রয়েছে। (ইত্তিহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, ৩/৬৩০)

মঙ্গলবার

মঙ্গলবারও বরকতময় দিন। এই দিনের অনেক ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন: ☛ এই দিনেই আল্লাহ পাক তাঁর মনোনীত নবী হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام কে আরোগ্য দান করেছেন। (মুস্তাদরাক, ৫/২৯৮, হাদিস: ৭৫৫৬) ☛ এই দিনেই আল্লাহ পাক নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান, ৩/১০৮, হাদিস: ১৭১৩) ☛ এই দিনেই সূরা আল হাদীদ অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই দিনেই আল্লাহ পাক লোহা সৃষ্টি করেছেন। (মাজমাউয যাওয়াইদ, ৫/১৫৪, হাদিস: ৮৩৩১) ☛ এই দিনেই আল্লাহ পাক পাহাড় এবং তাতে বিদ্যমান উপকারী জিনিসপত্র সৃষ্টি করেছেন। (মুস্তাদরাক, ৩/৪০৯, হাদিস: ৪০৫০) ☛ এই দিনেই আল্লাহ পাক জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং এই দিনেই আল্লাহ পাক মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام কে আদম সন্তানের রুহ কবজ করার জন্য নিযুক্ত করেছেন। (ফয়যুল কদীর, ১/৬৩, ৮ নং হাদিসের পাদটিকা)

মঙ্গলবার কিভাবে কাটাবেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মঙ্গলবার সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন, এই বরকতময় দিনটি কাটানোর বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

মঙ্গলবারের রোযা

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক মাসে শনি, রবি ও সোমবারের রোযা রাখতেন, আর অন্য মাসে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখতেন। (তিরমিযী, ২/১৮৬, হাদিস: ৭৪৬)

মঙ্গলবার কাপড় কাটবেন না

মঙ্গলবার নতুন কাপড় কাটা থেকে বিরত থাকা উচিত। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর বাণী উল্লেখ করে বলেন: যে মঙ্গলবার কাপড় কাটে, সেই কাপড় চুরি হয়ে যাবে অথবা পানিতে ডুবে যাবে অথবা আগুন তা পুড়িয়ে দেবে।

(কাশফুল ইলতিবাস, পৃষ্ঠা: ৫৪)

দ্রষ্টব্য: যখন কোনো ব্যক্তি নতুন পোশাক পরিধান করবে, তখন দশবার সূরা "اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ" পড়ে পানিতে ফুঁক দেবে এবং সেই পানির ছিটা পোশাকের উপর মারবে, এতে বরকত হবে। (কাশফুল ইলতিবাস, পৃষ্ঠা: ৫৪)

বুধবার

বুধবারের দিনও অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং এই দিনের সাথে ঐতিহাসিক দিক থেকে অনেক সম্পর্ক রয়েছে। যেমন: ☛ এই দিনেই আল্লাহ পাক সাতজন কাফিরকে সাতটি জিনিস দিয়ে ধ্বংস করেছেন: (১) আউজ বিন উনুক, যার বয়স চার হাজার পাঁচশ (৪৫০০) বছর এবং উচ্চতা ছিল সবার চেয়ে বেশি, তাকে হুদহুদ পাখির মাধ্যমে। (২) কারুনকে ভূমিতে ধসিয়ে। (৩) ফেরাউন এবং তার সেনাবাহিনীকে নদীর মাধ্যমে। (৪) নমরুদ মালাউনকে মশার মাধ্যমে। (৫) লুত

সম্প্রদায়কে পাথর বর্ষণের মাধ্যমে। (৬) শাদ্দাদ বিন আ'দকে হযরত জিবরাইল عَلَیْهِ السَّلَام এর আওয়াজ দিয়ে এবং (৭) আ'দ সম্প্রদায়কে তীব্র বাতাসের মাধ্যমে। (কিতাবুস সাবইয়াত ফি মাওয়াইযিলুল বারিয়াত, পৃষ্ঠা: ৭১। ফাযাইলুল আইয়াম ওয়াশ শুহুর, পৃষ্ঠা: ১১৭) ☛ হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: যে ব্যক্তি বুধবার বা শনিবারের দিন শিঙ্গা লাগাবে, তারপর সে তার শরীরে শ্বেতরোগ (কুষ্ঠ) দেখতে পাবে, তাহলে সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।

(জামে সগীর, পৃষ্ঠা: ৫০৮, হাদিস: ৮৩২৮)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ১০৩১ হি.) বলেন: ইমাম আবু জাফর নিশাপুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন বললেন: আমি একদিন বলেছিলাম যে, এই হাদিসটি সহীহ নয় এবং বুধবারের দিন শিঙ্গা লাগিয়েছিলাম, তখন আমার শ্বেতরোগ (কুষ্ঠ) হয়ে গেল। তারপর আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করলাম, তখন আমি তাঁকে এই রোগের অভিযোগ করলাম, তখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি আমার হাদিসের অবমাননা থেকে বাঁচো (অর্থাৎ তুমি আমার হাদিসের বিরোধিতা করেছ, তাই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছ)। (ফয়যুল কদীর, ৬/৪৫, ৮৩২৮নং হাদিসের পাদটিকা) ☛ বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদরীসের মজলিস বুধবারের দিন আয়োজন করতেন, কারণ জ্ঞান হলো নূর, তাই এর সূচনা নূরের দিনেই উপযুক্ত। (ফাযাইলুল আইয়াম ওয়াশ শুহুর, পৃষ্ঠা: ১১৫)

বুধবার কিভাবে কাটাবেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুধবারের সম্পর্ক এবং বৈশিষ্ট্যগুলো জানার পর এই দিনে করা কিছু নির্বাচিত আমলের বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন:

www.dawateislami.net

বুধবারের রোযা

হযরত মুসলিম কুরাশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন যে, আমি হুযুরে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সারা জীবনের রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমাদের পরিবারেরও তোমাদের উপর হক আছে। রমযানের রোযা রাখো এবং তার পরের মাসের রোযা রাখো এবং প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখো। তাহলে যেন তুমি সারা জীবন রোযা রেখেছ এবং ইফতারও করেছ।

(তিরমিযী, ২/১৮৭, হাদিস: ৭৪৮)

বুধবারের আমল

(১) কিয়ামত পর্যন্ত সাওয়াব

যে ব্যক্তি বুধবার রাতে দুই রাকাত নামায পড়বে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর দশবার সূরা ফালাক (قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ) পড়বে, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর দশবার সূরা নাস (قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ) পড়বে, তাহলে প্রতিটি আসমান থেকে সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার সাওয়াব লিখতে থাকবে। (মিফতাহুস সাআদাহ, পৃষ্ঠা: ৭২৮)

(১) বুধবার নখ কাটার মাসয়ালা

বুধবার নখ কাটা উচিত নয়, কারণ শ্বেতরোগ (কুষ্ঠ) হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে যদি উনচল্লিশ (৩৯) দিন ধরে নখ কাটা না হয় এবং আজ বুধবার চল্লিশতম দিন হয়, যদি আজ না কাটা হয় তাহলে চল্লিশ দিনের বেশি হয়ে যাবে, তাহলে তার উপর ওয়াজিব হবে যে, আজই কাটা। কারণ চল্লিশ দিনের বেশি নখ রাখা নাজায়িয ও মাকরূহে তাহরিমী।

(বিস্তারিত তথ্যের জন্য ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা: ৫৭৪, ৬৮৫ দেখুন)। (বৃদ্ধ পূজারী, পৃষ্ঠা: ৩২)

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এ ধরনের একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, একটি হাদিসে বুধবারের দিন নখ কাটার নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং আরেকটি হাদিসে বুধবারের দিন নখ কাটার ফযিলত এসেছে। এই দু'টি বর্ণনার মধ্যে আমল করা বা না করার কী অবস্থা হবে এবং বুধবারের দিন নখ কাটা কেমন হবে? এর উত্তরে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "নখ কাটা সম্পর্কে কোনো দিনের ব্যাপারে কোনো নিষেধ নেই, কারণ দিনের নির্ধারণে কোনো সহীহ হাদিস প্রমাণিত নেই। তবে কিছু যঈফ হাদিসে বুধবারের দিন নখ কাটার নিষেধাজ্ঞা আছে। সুতরাং যদি বুধবার ওয়াজিব হওয়ার দিন হয়, যেমন; উনচল্লিশ দিন ধরে নখ কাটা হয়নি, আজ বুধবার চল্লিশতম দিন, যদি আজ না কাটা হয় তাহলে চল্লিশ দিনের বেশি হয়ে যাবে, তাহলে তার উপর ওয়াজিব হবে যে, বুধবার নখ কাটা। কারণ চল্লিশ দিনের বেশি নখ রাখা নাজায়িয ও মাকরূহে তাহরিমী। আর যদি উল্লেখিত অবস্থা না হয়, তাহলে বুধবার ছাড়া অন্য কোনো দিন কাটা উপযুক্ত, কারণ নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৬৮৫)

নতুন কাজ বুধবার শুরু করুন

কোনো নতুন কাজ শুরু করতে হলে তার জন্য বুধবারের দিন অত্যন্ত বরকতময়। হাদিস শরীফে আছে: مَا بُدِئَ بِشَیْءٍ یَوْمَ الْاَرْبَعَاءِ اِلَّا تَمَّ অর্থাৎ এমন কোনো আমল নেই যার সূচনা বুধবার থেকে হয়েছে এবং তা সম্পন্ন হয়নি। (কাশফুল খাফা, ২/১৬৩, ২১৮৯নং হাদিসের পাদটিকা) উম্মতের জলীলুল কদর

ওলামারা দরস ও তাদরীসের ক্ষেত্রে এই হাদিস শরীফের উপর আমল করতেন। যেমন; হযরত শায়খ বুরহানউদ্দিন যারনুজি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার উস্তাদ শায়খুল ইসলাম বুরহানউদ্দিন (হেদায়া প্রণেতা) رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি বুধবারের দিনই সবক শুরু করতেন এবং এই বিষয়ে একটি হাদিস বর্ণনা করে তা থেকে প্রমাণ করতেন এবং বলতেন যে, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এমন কোনো আমল নেই, যার সূচনা বুধবার থেকে হয়েছে এবং তা সম্পন্ন হয়নি। সবক শুরু করার এই পদ্ধতিই ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ছিল এবং তিনি এই হাদিসটি তাঁর উস্তাদ শায়খ কাওয়ামুদ্দিন আহমদ বিন আব্দুর রশীদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণনা করেন এবং আমি কিছু বিশ্বস্ত লোকের কাছ থেকে শুনেছি যে, শায়খ আবু ইউসুফ হামদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতিটি নেক কাজকে বুধবারের দিন রাখতেন। বুধবারের কিছু বৈশিষ্ট্য এমনও রয়েছে যে, বুধবার এমন একটি দিন, যে দিন আল্লাহ পাক নূর সৃষ্টি করেছেন এবং এভাবে এই দিনটি কাফিরদের জন্য অপয়া (অশুভ) এবং মুমিনদের জন্য মুবারক প্রমাণিত হয়। (তালিমুল মুতাআল্লিম, পৃষ্ঠা: ৭২-৭৩)

দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ

হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সোম, মঙ্গল এবং বুধ তিন দিন দোয়া করেছিলেন। বুধবারের দিন যোহর ও আসরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়া কবুল হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল এবং নূরানী চেহারায় আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: তারপর যখনই আমার কোনো গুরুত্বপূর্ণ এবং কষ্টদায়ক ব্যাপার সামনে এসেছে, আমি সেই

সময়ের অপেক্ষা করেছি এবং সেই সময় আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছি, তখন আমি কবুলিয়াত দেখেছি। (শু'আবুল ঈমান, ৩/৩৯৭, হাদিস: ৩৮৭৪)

বৃহস্পতিবার

বৃহস্পতিবার অত্যন্ত বরকতময় দিন, কারণ এই দিনে বরকতের জন্য স্বয়ং নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশেষভাবে দোয়া করে ইরশাদ করেছেন: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا يَوْمَ خَمِيْسِهَا অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার উম্মতের বৃহস্পতিবারের সকালে বরকত দাও। (মুসনাদে বাযযার, ১১/৪৪৮, হাদিস: ৫৩১২)

এই দিনের ঐতিহাসিক দিক থেকে অনেক তাৎপর্য রয়েছে। যেমন; ☛ হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام বৃহস্পতিবার মিশরের বাদশাহর কাছে গিয়েছিলেন এবং সেখানে হযরত বিবি হাজেরা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا কে পেয়েছিলেন। ☛ বৃহস্পতিবার হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর ভাইয়েরা তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং নেয়ামত পেয়েছিলেন। ☛ হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর আপন ভাই বিনইয়ামিন মিশরে প্রবেশ করেছিলেন এবং হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام কে পেয়েছিলেন। ☛ হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام মিশরে প্রবেশ করেছিলেন এবং শান্তি পেয়েছিলেন। ☛ ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদে মোস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করেছিলেন এবং বিজয় ও সাহায্য পেয়েছিলেন। (কিতাবুস সাব'ইয়াত ফি মাওয়াইযিল বারিয়াত, পৃষ্ঠা: ৮৪। ফাযাইলুল আইয়াম ওয়াশ শুহুর, পৃষ্ঠা: ১৪২-১৪৪) ☛ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বৃহস্পতিবার সফর করা পছন্দ করতেন। যেমনটি হযরত কা'ব বিন মালিক رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যুদ্ধের জন্য বৃহস্পতিবার দিন যাওয়া পছন্দ করতেন।

(বুখারী, ২/২৯৬, হাদিস: ২৯৫০)

আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ (ওফাত: ১০৩১ হি.) লিখেছেন: বৃহস্পতিবার খুবই বরকতময় দিন, বিশেষ করে চাহিদা পূরণ এবং সফরের সূচনার জন্য। হযরত সাখর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বৃহস্পতিবার সফরে যেতেন এবং অনেক ধনবান হয়েছিলেন। (ফয়যুল কদীর, ২/১৩৩, ১৪৫৮ নং হাদিসের পাদটিকা) আরও বলেন: ইলম অর্জনের জন্য সকাল সকাল বসা মুস্তাহাব এবং ইলম শুরু করা অর্থাৎ কোনো দ্বীনি কিতাবের সূচনা বৃহস্পতিবার দিন বিশেষ করে সকাল সকাল করা খুব ভালো। যদিও বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الۡمُبِیۡن ইলমের সূচনা বুধবারের দিন করতেন, কারণ বুধবার নূরের দিন এবং ইলমও নূর, তবুও বৃহস্পতিবার দিন ইলম শুরু করা বরকতের মাধ্যম। কিছু জ্ঞানী ও বেলায়তের অধিকারী অসিয়ত করেন যে, লিখন ও কিরাআতের সূচনা সোম ও বৃহস্পতিবার হওয়া উচিত।

(ফয়যুল কদীর, ২/২৩, হাদিস: ১২১৪। ফাযাইলুল আইয়াম ওয়াশ শুহুর, পৃষ্ঠা: ১৪১)

বৃহস্পতিবার কিভাবে কাটাবেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বৃহস্পতিবার সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন, এই বরকতময় দিনের পবিত্র সময়গুলো ইবাদতে কাটানোর বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

বৃহস্পতিবারের রোযা

যদি সম্ভব হয়, তাহলে এই দিনের রোযা রাখুন, কারণ এটি আমাদের প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত। যেমনটি হযরত ওসামা বিন যায়েদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যখন আপনি

রোযা রাখেন, তখন মনে হয় আপনি ইফতার করবেন না (অর্থাৎ ক্রমাগত রোযা রাখবেন) এবং যখন আপনি রোযা রাখেন না, তখন মনে হয় ২ দিন ছাড়া আপনি কখনও রোযা রাখবেন না এবং দু'টি দিন এমন আছে যে, যদি আপনার রোযা রাখার মাঝে চলে আসে তাহলে ঠিক আছে, অন্যথায় আপনি বিশেষ করে এই দিনগুলোতে অবশ্যই রোযা রাখেন। জিজ্ঞাসা করলেন: সেই দিনগুলো কি? আমি আরয করলাম: সোম ও বৃহস্পতিবার। তিনি ইরশাদ করলেন: এই দিনগুলো এমন যে, এই দিনগুলোতে রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমল উপস্থাপন করা হয়, সুতরাং আমি পছন্দ করি যে, আমার আমলগুলো রোযা অবস্থায় উপস্থাপন করা হোক।

(নাসায়ি, পৃষ্ঠা: ৩৮৭, হাদিস: ২৩৫৫)

দরূদ শরীফের আধিক্য করুন

এই দিনের আরও বরকত লাভ করার জন্য হুযুর নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে অধিক পরিমাণে দরূদ ও সালামের উপহার প্রদান করুন, কারণ হাদিস শরীফে আছে: যখন বৃহস্পতিবার দিন আসে, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের প্রেরণ করেন, যাঁদের নিকট রূপার কাগজ এবং সোনার কলম থাকে। তারা লেখে যে, কে বৃহস্পতিবার দিন এবং জুমার রাতে আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়ে।

(কানযুল উম্মাল, খণ্ড ১, ১/২৫০, হাদিস: ২১৭৪)

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়াঃ ১
দরূদ শরীফের ফযিলত..১
জুমাতুল মুবারক ২
জুমাতুল মুবারকের দিন কিভাবে কাটাবেন? ৪
জুমার রোযা...৪
শুধুমাত্র জুমার রোযা রাখা কেমন? ৪
দশ হাজার বছরের রোযার সাওয়াব.. ৫
জুমার দিনের আমলসমূহ ৫
(১) জুমার রাতের ৪টি আমল ৫
(২) জুমার দিনের ৫টি আমল.. ৬
(৩) জুমার নামায পাগড়ি সহকারে আদায় করুন ৮
(৪) জুমার নামাযের পর এই দোয়া পড়ুন.................................... ৮
(৫) জুমার দিনের অন্যান্য আমল ৯
শনিবার...১১
শনিবার দিন কিভাবে কাটাবেন? ১১
শনিবারের রোযা ১২
শনিবার দিনের আমল..১৩
(১) শনিবারের বরকতময় সকাল ১৩
(২) সায়্যিদুনা ফারুকে আযমের পদ্ধতি ১৩
রবিবার ১৩
রবিবার দিন কিভাবে কাটাবেন?..১৪
রবিবারের রোযা..১৫
রবিবার দিনের আমল ১৬
(১) চাহিদা পূরণের দু'টি আমল ১৬

আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে জান্নাতে প্রবেশ ১৬
সোমবার শরীফ ১৭
সোমবারের দিন কিভাবে কাটাবেন? ১৮
সোমবারের রোযা ১৮
সোমবারের দিনের আমল...১৯
সমস্ত গুনাহের ক্ষমা...১৯
মঙ্গলবার ২০
মঙ্গলবার কিভাবে কাটাবেন?...২০
মঙ্গলবারের রোযা ২১
মঙ্গলবার কাপড় কাটবেন না...২১
বুধবার..২১
বুধবার কিভাবে কাটাবেন? ২২
বুধবারের রোযা.. ২৩
বুধবারের আমল.. ২৩
(১) কিয়ামত পর্যন্ত সাওয়াব.. ২৩
(১) বুধবার নখ কাটার মাসয়ালা.. ২৩
নতুন কাজ বুধবার শুরু করুন ২৪
দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ ২৫
বৃহস্পতিবার ২৬
বৃহস্পতিবার কিভাবে কাটাবেন? ২৭
বৃহস্পতিবারের রোযা...২৭
দরূদ শরীফের আধিক্য করুন ২৮

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

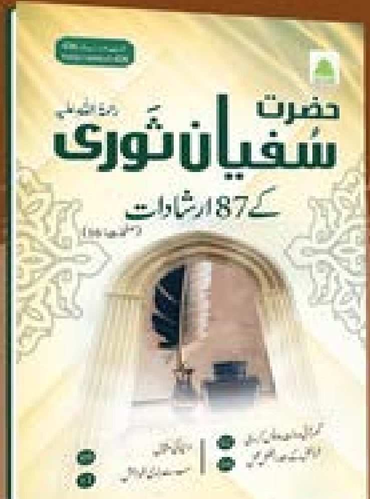

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net